খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI

খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-2 ● Issue- 9 ● Bardhaman ● 15 October 2024 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Mobile - 9434566498

এক নজরে

বিজয়ার শুভেচ্ছা

খবর সোজাসুজি'র সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, সমালোচক, সংবাদপত্র বিক্রেতা ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই শুভ বিজয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

● দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার পেলেন মিঠুন চক্রবর্তী।

● ভূস্বর্গে ফুটল না পদ্ম। জম্মু কাশ্মীর বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী এনসি-কংগ্রেস জোট।

● হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী বিজেপি। হাড্ডাহাড্ডি লড়েও হরিয়ানা দখলে ব্যর্থ কংগ্রেস।

● আদালতের কাজ সেরে সন্ধ্যা বেলা বাড়ি ফেরার পথে মহিলা ল-ক্লার্কের শ্লীলতাহানির অভিযোগ তিন যুবকের বিরুদ্ধে। মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থানা এলাকার ঘটনা।

● প্রয়াত রতন টাটা।

● পটাশপুরে ধর্ষণ করে কীটনাশক খাইয়ে এক গৃহবধুকে খুন করার অভিযোগে অভিযুক্ত যুবককে ঘর থেকে বের করে এনে পিটিয়ে মারল উত্তেজিত জনতা ! চরম উত্তেজনা এলাকায়।

● পার্ক স্ট্রিট থানার রেস্ট রুমে মহিলা সিভিক ভলেন্টিয়ারের শ্লীলতাহানির অভিযোগ থানারই এক এসআইয়ের বিরুদ্ধে ! থানার মধ্যেও সুরক্ষিত নয় মহিলারা, ভাবা যায় !

● নার্সকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে! প্রবল চাঞ্চল্য এলাকায়। অভিযুক্ত চিকিৎসককে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের মুরারাইতে।

● কুলতলিতে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ। চরম উত্তেজনা এলাকায়।

● প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার রাজ্যের প্রাক্তন

(এরপর চারের পাতায়)

তন্ত্র সাধনার নামে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় ফাঁসির সাজা দিল আরামবাগ আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন - তন্ত্র সাধনা ও রোগ চালানের বুজরুকি দিয়ে এক নাবালিকাকে অপহরণ,ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে সুশীলাকে যাবজ্জীবন ও সাগরিকাকে ফাঁসির সাজা দেওয়া হয়। মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত সাগরিকার স্বামী মুরারি পণ্ডিতের বিচার

যাবজ্জীবন ও ফাঁসির সাজা দিল আদালত। মঙ্গলবার, ১অক্টোবর আরামবাগ আদালতের বিচারক কৃষাণ কুমার আগরওয়াল আসামী সুশীলা মাঝি ও সাগরিকা পণ্ডিতকে দোষী সাব্যস্ত করে। চলাকালীন মৃত্যু হয়। এ দিন জেলা আদালতে আসামীর ফাঁসির সাজা হতেই আলোড়ন ছড়িয়েছে আদালত চত্বরে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি খানাকুল থানার

(এরপর চারের পাতায়)

পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের সহায়তায় সাড়ে দশ বছর পর হারানো মাকে ফিরে পেল সন্তান

নিজস্ব প্রতিবেদন - মহা পঞ্চমীর পূণ্য লগ্নে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের সহায়তায় দীর্ঘপ্রায় সাড়ে দশ বছর সময় ধরে নিখোঁজ থাকা মা-কে ফিরে পেল সিং ওরফে সুনীতা দেবী, স্বামী- ভৈরব সিং ২০ এপ্রিল ২০১৪ মানসিক অসুস্থতার কারণে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান। দীর্ঘ ১০ বছর পরে ওনার ছেলে

তার সন্তান। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ জেলার কাতরাস থানার অন্তর্গত মালকেরা গ্রামের সুনীতা খবর পান যে ওনার মা বর্ধমান মেডিকেল কলেজের মানসিক বিভাগে চিকিৎসাধীন।

(এরপর দুয়ের পাতায়)

রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিশু সাহিত্যিক সুনীতি মুখোপাধ্যায়ের হাতে খবর সোজাসুজি পত্রিকার শারদীয় উৎসব সংখ্যা তুলে দিলেন খবর সোজাসুজি পত্রিকার সম্পাদক ইসরাইল মল্লিক।

বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে জামালপুরে জেলা শাসক আয়েশা রানি

নিজস্ব প্রতিবেদন - বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে দ্বিতীয় বার জামালপুরে এলেন পূর্ব বর্ধমানের (উন্নয়ন) অমিয় দাস, জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, সদর দক্ষিণ মহকুমা শাসক বুদ্ধদেব পান,

জেলা শাসক আয়েশা রানি। রবিবার, ৬ অক্টোবর জামালপুর ব্লকের জোতশ্রীরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের কোড়া ও শিয়ালি গ্রামে যান তিনি। বাড়ি বাড়ি গিয়ে গ্রামের মানুষের সাথে কথা বলেন এবং ঘরবাড়ির অবস্থা খতিয়ে দেখেন। বন্যা বিধ্বস্ত কোড়া ও শিয়ালি গ্রামের মানুষদের হাতে ত্রাণ হিসাবে তুলে দেন চাল, আলু, মুড়ি, তেল ,হলুদ, নুন, লঙ্কা, বিস্কুট সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। এরই সঙ্গে দেন শাড়ি, চুড়িদার, বাচ্চাদের জামা, প্যান্ট, ফ্রক। বাচ্চাদের চকলেট, বিস্কুট ও চিঁড়েভাজার প্যাকেটও দেন। তাঁর সাথে ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক জামালপুরের বিডিও পার্থ সারথী দে, জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন,পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক প্রমুখ। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জেলা শাসক জানান, তিনি দায়িত্ব নেবার পর দ্বিতীয়বার এলেন জামালপুরে। প্রথম দিন তিনি এসেছিলেন জাড়গ্রাম অঞ্চলের সাজামালতলায়। এদিন এলেন জোতশ্রীরাম অঞ্চলের কোড়া ও শিয়ালি গ্রামে। তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলেন, তাদের সুবিধা অসুবিধার খোঁজ খবর নেন এবং প্রয়োজনীয় ত্রাণও তুলে দেন বন্যা বিধ্বস্ত অসহায় মানুষগুলোর হাতে।

শুভ মহালয়ার পূণ্য তিথিতে খবর সোজাসুজি পত্রিকার শারদীয় উৎসব সংখ্যা'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র।

বিশিষ্ট শিক্ষক,স্বনামধন্য লেখক এবং শুধু সুন্দরবন চর্চা পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী'র হাতে খবর সোজাসুজি পত্রিকার শারদীয় উৎসব সংখ্যা তুলে দিলেন খবর সোজাসুজি'র সম্পাদক ইসরাইল মল্লিক।

খবর সোজাসুজি

Volume-2 ● Issue- 9 ● 15 October, 2024

দায়বদ্ধতা শিকেয় !

উৎসব মুখর গ্রাম থেকে শহর। আর এই উৎসবের মাঝেই যেন কোথাও একটা বিষাদের সুর। সমগ্র বাংলা যখন উৎসবের আবহে সেজে উঠেছে ঠিক তখন ধর্মতলায় কয়েকজন জুনিয়র ডাক্তার বসেছেন আমরণ অনশনে। জুনিয়র ডাক্তারদের দাবিগুলো ন্যায় সঙ্গত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সব দাবি তো আর সরকার সঙ্গে সঙ্গে পূরণ করতে পারবে না। তার জন্য সরকারকে সময় দিতে হবে। এখুনি চাই বললেই তো আর এখুনি হবে না। আগে ছিল পাঁচ দফা দাবি,এখন আবার দশ দফা ! দিন দিন তালিকা বাড়ছে। দাবি থাকতেই পারে,কিন্তু তার জন্য তো আলোচনার টেবিল খোলা আছে। আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে নিশ্চিত একটা সমাধান সূত্র বের হবে। কিন্তু আলোচনার টেবিল ছেড়ে শরীরের ক্ষতি করে আমরণ অনশন কেন ? বিচার তো করছে সুপ্রিম কোর্ট। তদন্ত করছে সিবিআই। সিবিআই ইতিমধ্যে চার্জশিটও জমা দিয়েছে। রাজ্য সরকারও তো চাইছে দোষীদের ফাঁসি হোক। তাহলে জুনিয়র ডাক্তাররা আবার কেন অনশন,কর্মবিরতির পথে ? এর ফলে তো সাধারণ মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ন্যায় বিচার তো সবাই চাইছেন, কিন্তু স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে অচল করে সাধারণ মানুষকে বিপদে ফেলে প্রতিবাদ আন্দোলন কতটা যুক্তিযুক্ত ? জুনিয়র ডাক্তাররা নিজেদেরকে ভাবছেন টা কি ? মানুষের জীবনের কি কোনো মূল্য নেই আপনাদের কাছে ? যখন তখন কর্মবিরতি ! একটা দাবি মিটলে আবার নতুন দাবি ! হতে পারে পাঁচ দফা,দশ দফা বা কুড়ি দফা দাবি, কিন্তু দাবি সনদ আপনারা প্রথমেই কেন তৈরি করে নেন নি। তাহলে তো আর বার বার নতুন করে সরকারের কাছে নতুন নতুন দাবি পেশ করতে হতো না। চিকিৎসার মতো জরুরি পরিষেবা ক্ষেত্রে যেকোনো অজুহাতে এভাবে কি যখন তখন কর্মবিরতি করা যায় ? সরকার তো আপনাদের অধিকাংশ দাবিই মেনে নিয়েছে,তাহলে আবার কেন কর্মবিরতি,অনশন ? আপনারা আসলে চাইছেন টা কি ? প্রতিবাদ-আন্দোলনের অধিকার সকলের আছে। কিন্তু প্রতিবাদ আন্দোলন বিপথে চালিত হলেই বিপদ। মুমূর্ষ রোগীকে পরিষেবা না দিয়ে মৃত্যু মুখে ঠেলে দিয়ে এ কেমন প্রতিবাদ আন্দোলন! ন্যায় বিচার সকলেই চায়। কিন্তু এই উৎসবের আবহে মন্ডপের সামনে গিয়ে জাস্টিসের দাবিতে স্লোগান দেওয়া কি খুব প্রয়োজন ছিল ? উৎসবের এই চারদিন কি বাদ দেওয়া যেত না। উৎসবকে কেন্দ্র করেই যাদের রুটি রুজি তাদের কথা কি আপনাদের একবারও মনে হল না ? তাদের পেটে লাথি মারার অধিকার আপনাদের কে দিয়েছে ? ইতিমধ্যেই তো সিবিআই চার্জশিট জমা দিয়েছে। ধর্ষণ ও খুন নিয়ে অনেক কথা শোনা গেলেও সঞ্জয় ছাড়া অভিযুক্তের তালিকায় আর দ্বিতীয় কোনো নাম নেই। পরবর্তীতে আরও কোনো নাম হয়তো যুক্ত হতে পারে। অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক সবাই চায়। কিন্তু তিলোত্তমার ন্যায় বিচারের দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলন এখন যেন নিজেদের দাবি দাওয়া পূরণের আন্দোলনে পরিণত হয়েছে ! রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বার বার জোড়হাত করে জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফেরার অনুরোধ জানিয়েছেন,তাদের অধিকাংশ দাবি মেনেও নিয়েছেন, কিন্তু তাতে কি ? জাস্টিস ফর আরজি করের দাবি এখন গৌণ। যেকোনো অজুহাতে একটা অচলাবস্থা সৃষ্টি করাই যেন মূল লক্ষ্য। সবাই তো ন্যায় বিচার চাই। তিলোত্তমা বিচার পাক, দোষীরা শাস্তি পাক সবাই চাই। কিন্তু চিকিৎসা পরিষেবা শিকেয় তুলে দিনের পর দিন স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে একটা অচলাবস্থা চালিয়ে যাওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত ? মামলা তো এখন সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। তাহলে সাধারণ মানুষকে বিপদে ফেলে দু'মাস ধরে থালা বাজিয়ে কোন্ ন্যায় বিচারের দাবি করা হচ্ছে ? কর্মবিরতি না করে, অনশন না করে নিজেদের দাবি দাওয়া কি অন্য ভাবে জানানো যেত না ? মুখে বলছেন অরাজনৈতিক মঞ্চ,কিন্তু সেখানে রাজনীতির লোকেদের আনাগোনা। উঠছে সরকার বিরোধী স্লোগানও। এখন তো আন্দোলনের মধ্যে রাজনীতির গন্ধই খুঁজে পাচ্ছেন সাধারণ মানুষজন। উৎসবের দিনগুলোতে এভাবে জনস্রোতের বিপরীতে হাঁটতে গিয়ে আন্দোলনকারীরা কি নিজেরাই জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন না ?

যানের সামনে যম

পার্থ পাল

রাজ্য সড়ক ছেড়ে জাতীয় সড়কে উঠতেই মনটা কেমন ফুরফুরে হয়ে যায়, তাই না ? মনে হয় না গুনগুন করে গান গাই, আর স্পিডোমিটারের কাঁটাটাকে এক'শ কিলোমিটারের আশেপাশে অবাধে খেলতে দিই ? এবার থেকে এ ব্যাপারে একটু সংযম দেখাতে হবে। কারণ...

জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বেড়েছে ভয়ংকর হারে। মাননীয় কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গড়করির ভাষায়, ''এ পর্যন্ত যুদ্ধে যত ভারতীয়ের মৃত্যু হয়েছে, জাতীয় সড়কে মৃত্যু তার ঢের বেশি !'' কতটা বেশি ? একটা গরমাগরম পরিসংখ্যান দেওয়া যাক। গত বছর কেবল জাতীয় সড়কেই দুর্ঘটনা ঘটেছে চার লক্ষ ষাট হাজারটি এবং তাতে মৃত্যু হয়েছে এক লক্ষ আটষট্টি হাজার জনের অর্থাৎ প্রতি দিনে ২৭৪ জনের। আরো নিখুঁতভাবে বললে প্রতি ঘন্টায় এগারোটি প্রাণ ঝরে গেছে হাইরোডে! মনে রাখতে হবে, এ হিসাবটি কেবল জাতীয় সড়কের। যা দেশের ৬৩ লক্ষ কিলোমিটার দীর্ঘ মোট সড়কপথের পাঁচ শতাংশ মাত্র।

এই যম-যন্ত্রণার জন্য দায়ী পাঁচটি কারণ। প্রথম ও প্রধান কারণ হল অ-সচেতনতা। বিশ্বের নিরাপদতম হাইওয়ে আছে নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে আর সিঙ্গাপুরে। সেখানে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে গেলে ট্রাফিক সংক্রান্ত একটি মোটা বই পড়তে হয়। তা পড়ে, পরীক্ষা দিয়ে, পাস করলে, তবেই মেলে গাড়ি চালানোর অনুমতি। এদেশে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার পদ্ধতি 'বাঁয়ে হাত কা খেল'। তাই, হাইওয়েতে গাড়ি চালানো সিংহভাগ চালকই জানেন না জাতীয় সড়কে গাড়ি চালানোর সমস্ত নিয়মাবলী। তখনই ওভারটেকিং, নিয়ন্ত্রণহীন গতি, লেন ভাঙার মত বেআইনি কাজ ঘটে। এর উপর আছে মদ খেয়ে বা ঘুমঘুম চোখে গাড়ি চালানোর মত যম সহায়ক যাত্রা। এমন ঘোরতর অপরাধ ধরা পড়লেও ওই যে - 'বাঁয়ে হাত কা খেল'। অথচ ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় এমন অপরাধী চালকের দশ হাজার টাকা জরিমানা ও

লাইসেন্স বাতিলের সংস্থান আছে। মানে কে ?

দ্বিতীয় কারণ হল রাস্তা তৈরিতে প্রযুক্তিগত সমস্যা। রাস্তায় হঠাৎ বাঁক, পাশের বড় বড় গাছ, রাস্তার বেধ সর্বত্র সমান না থাকার মত সমস্যা বিপদ ডেকে আনে। রাজ্য সড়কের পাশে বড় বড় গাছ মৃত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে। দ্রুত তাদের কেটে না ফেলায় দুর্ঘটনা ঘটে প্রায়ই।

তৃতীয় কারণ, সড়ক আইনের শিথিল প্রয়োগ। ওভারটেকিং যেন জাতীয় সড়কের অলিখিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারী ডাম্পারগুলি অফসাইড দিয়ে যাতায়াত করে। এতে ছোট গাড়িগুলিতে দৃশ্যমানতার সমস্যা হয় ; গতি কমে যায়। তখনই ওভারটেকিং-এর চেষ্টা ও দুর্ঘটনার মুখোমুখি হন চালকরা। অনেক সময় রাস্তার অনেকটা অংশ জুড়ে মালবাহী ট্রাকগুলি সাড় দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে যাওয়ায় গাড়ির ভিড় বাড়ে। এবং দূষণ ও দুর্ঘটনাও সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়। আইনের কঠোর প্রয়োগ এবং আবশ্যিক জরিমানার ভয় না থাকলে এমন সড়ক দুর্ঘটনায় লাগাম দেওয়া সম্ভব নয়।

চতুর্থ কারণ হিসেবে দায়ী করা যায় গাড়ির গলদপূর্ণ ডিজাইনকে। সঠিক ফিটনেস সার্টিফিকেট না থাকা গাড়িগুলিতে টায়ার ফেটে যাওয়া, ব্রেক ফেল করা ও স্টিয়ারিং কেটে যাওয়ার মতো মারাত্মক ঘটনাগুলি ঘটে। ২০২১ সালে আইন করা হয় হাইরোডে পনেরো বছরের বেশি পুরনো ব্যবসায়িক যান এবং কুড়ি বছরের বেশি পুরনো ব্যক্তিগত গাড়ি চালানো নিষিদ্ধ। তা মেনে চলা জরুরী। গাড়িতে অবশ্যই থাকা উচিত দুর্ঘটনারোধক এয়ারব্যাগ। এখন গাড়িতে স্টার রেটিং চালু হয়েছে। বেশি স্টারযুক্ত গাড়ি বেশি নিরাপদ। নতুন গাড়ি কেনার সময় এই স্টার রেটিংকে গুরুত্ব দিতে হবে। গাড়ির সামনে, পিছনে এবং পাশে উজ্জ্বল ফিতে আটকানোও জরুরী, যা রাত্রে আলো পড়ে উজ্জ্বল দেখায় এবং অন্য গাড়িকে সাবধান করে।

সর্বশেষ কারণ দুর্ঘটনায় আহত মানুষদের দ্রুত চিকিৎসা শুরু করার সমস্যা।জাতীয় সড়কের নিয়ম অনুযায়ী প্রতি একশ কিলোমিটার অন্তর একটি করে ট্রমা কেয়ার সেন্টার থাকতে হবে। এবং প্রত্যেক টোলপ্লাজায় থাকতে হবে প্রাথমিক চিকিৎসার সব সুবিধাযুক্ত অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা। তাতে থাকবেন একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাথমিক চিকিৎসক, যিনি আহত মানুষটিকে প্রাথমিক শুশ্রূষা দিতে দিতে নিকটবর্তী ট্রমা কেয়ার সেন্টারে নিয়ে যেতে পারেন। যদিও স্বাস্থ্য কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ তালিকায় থাকায় অনেক রাজ্যেই এ ব্যাপারে উদাসীন। ট্রমা কেয়ারের দূরত্ব বেশি হলে দুর্ঘটনাগ্রস্থ হওয়া থেকে ডাক্তার বাবুর টেবিলে পৌঁছানোর মধ্যবর্তী 'গোল্ডেন আওয়ার' দ্রুত শেষ হয়ে যায়। তাতে মৃত্যু হয় নিকটবর্তী। এ মৃত্যুমিছিল থামবে কবে ?

ছুটির শুরু ছুটির শেষ

বিজন দাস

মা দুর্গা পড়লো জলে
হাওয়ায় লাগে হিম,
মেঘ মুলুকে ছুটি ফুরোয়
পুব থেকে পশ্চিম।
একটু একটু মিঠে লাগে
ঝিলিক ঝিকা রোদ,
তীব্র গরম জানিয়ে দিল
তার দেনা সব শোধ।
ধানের শীষে ফুলের ছুটি
দুধ জমানোর সুর,
আপাতত গরম বাবুর
ছুটিটা মঞ্জুর।
বাবার ছুটি শেষ কৌটোয়-
ভরা লুডোর ঘুঁটি,
মাস্তুসোনার মনটা খারপ
সব বায়নার ছুটি।
স্কুলের ছুটি শেষ হলো প্রায়
মনটা উড়ু উড়ু,
কারো কারো ছুটি ফুরোয়
কারো ছুটি শুরু।

এই তো ছিল

সিদ্ধেশ্বর দত্ত

এই তো ছিল আলোর মেলা
হাজার মুখের ভিড়
আনন্দ কল্লোলে ভরা
মন ছিল খুশির।
মণ্ডপে মণ্ডপে ছিল
ঠাকুর দেখার মেলা
চোখ ধাঁধানো রোশনাই আর
লক্ষ আলোর খেলা।
দুগগা মায়ের আগমনে
মধুর সুরের আবেশ
জড়িয়ে ছিল এই ক'টা দিন
লাগছিল যে তা বেশ।
নীল নীলিমার ঐ আকাশে
মেঘের সওয়ার হয়ে
স্বপ্নপুরীর কোন্ ঠিকানায়
যাচ্ছিল মন বয়ে।
নাইরে সময় ব্যস্ত সবাই
হরেক কাজের ভিড়ে
নিকট দূরের আপন যে জন
কাছে টানা ঘিরে।
পাঁজর ভাঙা যন্ত্রনাতে
বিসর্জনের সাথে
ঢাকের বোলে ছিঁড়লো বাঁধন
শেষ দশমীর রাতে !
'' আবার এসো মা ''- এই চাওয়ায়
উধাও হলো সবই
ব্যথার গানে ভরলো হৃদয়
হায় ! বেদনার ছবি !
দাঁড়িয়ে কেবল বাশেঁর প্রাসাদ
আর চারিদিক ধূ ধূ
ক্লান্ত বাতাস করুণ সুরে
শ্বাস ফেলে যায় শুধু !!

(প্রথম পাতার পর) দশ বছর পর হারানো মাকে ফিরে পেল সন্তান

কিন্তু মাকে ফেরত পেতে গিয়ে উনি বুঝতে পারেন ফেরত পাওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ এবং এই উৎসবের দিনগুলিতে উনি কোন ভাবেই মায়ের সাথে থাকতে পারবেন না। বিষয়টি পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের গোচরে আসতেই পূর্ব বর্ধমানের পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে জেলা পুলিশের সমস্ত আধিকারিক বর্ধমান মেডিকেল কলেজ, সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট সদর নর্থ ,সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট কাটোয়া এবং কাটোয়ার একটি হোম এর সাথে তৎক্ষণাৎ যোগাযোগ স্থাপন করে মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাকে ছেলের কাছে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়।৮ অক্টোবর ২০২৪ মঙ্গলবার বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মানসিক বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে সরকারী সমস্ত নিয়ম মেনে সুনীতা দেবীকে তার সন্তান ও পরিবারের সদস্যদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। মাকে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা সুনীতা দেবীর সন্তান সহ পরিবারের সদস্যরা।

অত্যাধিক জোরে ডিজে বক্স বাজানোর অভিযোগে ডিজে বক্স, মেশিন,মাইক সেট সহ গ্রেফতার ১০

নিজস্ব প্রতিবেদন - মনসা পুজোকে কেন্দ্র করে অত্যাধিক জোরে ডিজে বক্স বাজানোর অভিযোগে ভান্ডারহাটি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ধামাইটিকর থেকে

ডিজে বক্স, মেশিন,মাইক সেট সহ ১০ জনকে গ্রেফতার করল ধনেখালি থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,ধামাইটিকরে ৩০ সেপ্টেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় মনসা পুজোকে কেন্দ্র করে অত্যাধিক জোরে বাজছিল চার পাঁচটি ডিজে সেট। টেকা দায় হয়ে পড়ে এলাকার মানুষের। শব্দ দানবের তান্ডবে অতিষ্ট হয়ে ধনেখালি থানায় খবর দেয় এলাকার মানুষজন। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে ডিজে বক্স ও মাইক সেটের সমর্থনকারীরা। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিও হয়। এই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। সমস্ত ডিজে ও মাইক সেট বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ এবং পুলিশের ওপর হামলা করার অপরাধে ১০ জনকে গ্রেফতার করে ধনেখালি থানার পুলিশ। ডিজের বিরুদ্ধে পুলিশের এই দৃঢ় পদক্ষেপে খুশি এলাকার মানুষজন।

শারদীয়া দুর্গোৎসব উপলক্ষে ধনেখালি সিনেমাতলায় তৃণমূলের দলীয় মুখপত্র ‘জাগো বাংলা’র বুক স্টলের শুভ উদ্বোধন করলেন হুগলির সাংসদ রচনা ব্যানার্জি।

ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অর্পিতা বারিক - এর হাতে খবর সোজাসুজি পত্রিকার শারদীয় উৎসব সংখ্যা তুলে দিলেন খবর সোজাসুজি’র সম্পাদক ইসরাইল মল্লিক।

গুড়াপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী নিরন্তরানন্দ মহারাজের হাতে খবর সোজাসুজি পত্রিকার শারদীয় উৎসব সংখ্যা তুলে দিলেন খবর সোজাসুজি’র সম্পাদক ইসরাইল মল্লিক।

ধনেখালির বিডিও রাজর্ষি চক্রবর্তী’র হাতে খবর সোজাসুজি পত্রিকার শারদীয় উৎসব সংখ্যা তুলে দিলেন খবর সোজাসুজি’র সম্পাদক ইসরাইল মল্লিক।

বিশিষ্ট ছড়াকার সুব্রত মিত্র রানা’র হাতে খবর সোজাসুজি পত্রিকার শারদীয় উৎসব সংখ্যা তুলে দিলেন খবর সোজাসুজি’র সম্পাদক ইসরাইল মল্লিক।

গুড়াপ বইমেলা কমিটির পরিচালনায় পলাশী হেমাঙ্গিনী নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

গঙ্গা ভাঙন রোধ ও পুনর্বাসনের দাবিতে বামফ্রন্টের ডেপুটেশন ঘিরে ধুন্ধুমার মালদায় !

নিজস্ব সংবাদদাতা - গঙ্গা ভাঙ্গন রোধ এবং পুনর্বাসনের দাবিতে বিক্ষোভ ডেপুটেশন কর্মসূচি মালদা জেলা বামফ্রন্টের। শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে প্রশাসনিক ভবন চত্বরে ঢোকার মুখে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে দেয় বামফ্রন্টের কর্মী সমর্থকরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধন্দুমার কান্ড মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবন চত্বরে। নদী ভাঙ্গন রোধ ও পুনর্বাসন সহ বেশ কয়েক দফা দাবিতে গত সোমবার দুপুরে ডেপুটেশন কর্মসূচি জেলা বামফ্রন্টের। উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক অম্বর মিত্র, আর এস পি জেলা সম্পাদক সর্বানন্দ পান্ডে, বামফ্রন্ট নেতা দেবজ্যোতি সিনহা, কৌশিক মিশ্র সহ অন্যান্য জেলা নেতৃত্ব। এদিন জেলা প্রশাসনিক ভবন বন্ধ থাকার ফলে প্রশাসনিক ভবন চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বামফ্রন্ট নেতা-কর্মীরা।

জেলা বামফ্রন্টের দাবি মালদা জেলার বিভিন্ন ব্লকে নদী ভাঙ্গন রোধ, ভুতনিতে রাজ্য সরকারের তৈরি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ, ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম দুর্নীতি ও দলবাজি বন্ধ, গঙ্গা ভাঙ্গনকে জাতীয় সমস্যা ঘোষণা ও মৃতদের পরিবারকে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারকেই দুই লক্ষ নয়, উপযুক্ত পরিমানে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার দাবিসহ আরো বেশ কিছু দাবি নিয়ে ডেপুটেশন কর্মসূচি গ্রহণ করে মালদা জেলা বামফ্রন্ট।

সন্দেহবশত স্ত্রীকে কাটারির কোপ মেরে প্রাণঘাতী হামলা চালানোর অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে,যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল চুঁচুড়া আদালত

অভিযুক্ত স্বামী প্রদীপ মেটে।

নিজস্ব প্রতিবেদন - সন্দেহবশত স্ত্রীকে কাটারির কোপ মেরে প্রাণঘাতী হামলা চালানোর অভিযোগে স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল চুঁচুড়া আদালত।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২০২২ সালের ৩ জুন পোলবা থানার ধুমা যাদবপুর গ্রামের বাসিন্দা পারুল পাল লিখিত অভিযোগ করেন,সন্দেহের বশে রাগে অন্ধ হয়ে তার মেয়ে পূর্ণিমার উপর পর পর কাটারির কোপ মেরে প্রাণঘাতী হামলা চালায় তার জামাই প্রদীপ মেটে। ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে তার মেয়ে পূর্ণিমার দুই হাতের চারটে আঙুল বাদ যায় ও মুখের উপরের পাটির দাঁত হারায়। অভিযোগের তদন্তে নেমে পোলবা থানার পুলিশ ও তদন্তকারী অফিসার সুবীর গোস্বামী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদালতে চার্জসিট জমা দেন। প্রদীপকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তারপর জামিনে মুক্ত ছিল অভিযুক্ত। টানা দু'বছর ধরে বিচার পর্ব শেষে স্ত্রী পূর্ণিমার উপর প্রাণঘাতী হামলা চালানোর অভিযোগে স্বামী প্রদীপ মেটেকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন সাজা ও আর্থিক জরিমানা অনাদায়ে কারাবাসের নির্দেশ দিল চুঁচুড়া আদালত। শনিবার, ৫ অক্টোবর চুঁচুড়া জেলা আদালতের তৃতীয় দায়রা বিচারক অরুন্ধতী ভট্টাচার্য এই নির্দেশ দেন। বিচারকের আদেশের পরেই এজলাসে ভেঙে পড়ে প্রদীপ। সরকারি আইনজীবী শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, মামলায় ১৫ জন স্বাক্ষী দেয়। পুলিশ দারুন তদন্ত করেছে। সঠিক সময়ে চার্জসিট জমা দিয়েছে। হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন বলেন,সমাজে অপরাধ হলে পুলিশ ব্যবস্থা নেয়। তাই সাধারন মানুষকে পুলিশ প্রশাসনের উপর আস্থা রাখতে হবে। আইনের উপর ভরসা রাখতে হবে।

চিকিৎসার গাফিলতির কারণে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ,ব্যাপক উত্তেজনা জঙ্গিপুর মহকুমা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে

নিজস্ব সংবাদদাতা - এক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালো মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে। বুধবার সকালে এই ঘটনায় ধুন্ধুমার বেধে যায় হাসপাতাল প্রাঙ্গনে। মৃত রোগীর নাম শিল্পা খাতুন(২২)। তাঁর বাড়ি রঘুনাথগঞ্জ থানার কাশিয়াডাঙার দিঘিরপাহাড়ে। জানা যায়, মঙ্গলবার দুপুরে শিল্পা খাতুনকে প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে জঙ্গিপুর মহকুমা সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং সিজার করা হয়। তবে সিজারের পর রক্তক্ষরণ শুরু হয়। সেলাই কেটে যাওয়ার পরই এমনটা ঘটেছে বলে জানা যায়। পুনরায় সেলাই করার সময় ওই রোগীর মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ। মৃতার পরিবারের দাবি,চিকিৎসার গাফিলতির কারণে রোগীর মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের অভিযোগ,তাদেরকে রক্তও কিনে আনতে হয়েছে।

তারপরেও সেই রক্ত রোগীকে না দেওয়ায় তার মৃত্যু হয়েছে বলেও দাবি তাদের। এদিকে রোগী মৃত্যুর প্রতিবাদে মৃতদেহ নিয়ে পরিবারের লোকজন হাসপাতালে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

● অষ্টমীর দুপুরে বালিডাঙায় মোটর বাইকের সঙ্গে ইঞ্জিন ভ্যানের সংঘর্ষে গুরুতর জখম যুবক শনিবার দশমীর সকালে পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেলেন।মৃত যুবকের নাম রাজ আরস,বাড়ি- মহরমপুর,বয়স আনুমানিক ২২ বছর।এলাকায় শোকের ছায়া।

● জাল দলিল চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে বৃহস্পতিবার গেঁটেগোড়ি এলাকা থেকে দেবাশীষ ব্যানার্জি নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল ধনেখালি থানার পুলিশ।জাল দলিল কান্ডে এই নিয়ে এ পর্যন্ত মোট ১০ জনকে গ্রেফতার করল ধনেখালি থানার পুলিশ।

● সেরা মন্ডপ বিভাগে বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান পেল রোহিয়া নবীন সংঘ।

● ত্রিধারা সম্মিলনী পুজো মন্ডপের সামনে ষষ্ঠীর রাতে আরজি কর নিয়ে ন্যায় বিচারের দাবিতে স্লোগান,৯ জন প্রতিবাদীদের আটক করল পুলিশ। হাইকোর্টের নির্দেশে জামিনে মুক্ত ধৃতরা।

বেপরোয়া বাইক চালকদের দৌরাত্ম্যে আতঙ্কিত পথ চলতি সাধারণ মানুষজন

নিজস্ব প্রতিবেদন - রাস্তা দিয়ে এখন চলাচল করাই দায়।এক শ্রেণীর বাইক চালক যে গতিতে বাইক নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে দেখে মনে হবে যেন বাইক নয়,রাজধানী এক্সপ্রেস চালাচ্ছে। আপনি সতর্ক থাকলেও উপায় নেই,তাল জ্ঞান হারিয়ে রকেট গতিতে যেভাবে গাড়ি চালাচ্ছে যে কোনো সময় আপনাকে এসেই ধাক্কা মারতে পারে। ঘটতে পারে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। এদের ভয়ে রাস্তায় উঠতেই এখন ভয় পাচ্ছে সাধারণ মানুষজন। সাধারণ পথ চলতি মানুষের কথা চিন্তা করে রেকলেস ড্রাইভিং আটকাতে পুলিশ প্রশাসনের আরও সতর্ক থাকা প্রয়োজন। বেপরোয়া বাইক চালকদের দৌরাত্ম্যে আতঙ্কিত সাধারণ পথ চলতি মানুষজন। খুব সাবধানে চোখ কান খোলা রেখে রাস্তায় না উঠলে ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। তাই সাবধান হোন,খুব সজাগ ভাবে রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করুন।নির্দিষ্ট গতিতে বাইক চালান।ভুলে যাবেন না, আপনার জন্য বাড়িতে কেউ অপেক্ষা করছে।

তন্ত্র সাধনার নামে নাবালিকাকে ধর্ষণ

(প্রথম পাতার পর)

রাধানগর গ্রামের এক বাসিন্দা থানায় লিখিত অভিযোগ করেন,তার ৪ বছরের নাবালিকা কন্যাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। নিখোঁজের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে খানাকুল থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামে। কয়েক দিনের মাথায় খানাকুলের ঘন্টু সিংহের বাড়ির সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে পচা দুর্গন্ধ বেরতে থাকে। পুলিশ খবর পেয়ে সেখানে তল্লাশি চালিয়ে নাবালিকার পচা গলা দেহ উদ্ধার করে। ময়না তদন্তের পর পুলিশ নিশ্চিত হয় নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত শুরু করার পর জানতে পারে খুন হয়ে যাওয়া নাবালিকার দিদিমা সুশীলা গ্রামের এক তন্ত্র সাধক মুরারি পন্ডিতের কাছে যান। তিনি মুরারিকে বলেন বাড়িতে একজন অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে। তখন মুরারি সুশীলাকে আশ্বস্ত করে বলে একটি নাবালিকাকে সঙ্গে করে আনতে হবে। অসুস্থ ব্যক্তির রোগ ওই নাবালিকার শরীরে চালান করে দেবে। তাতেই অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হবে। গুণিনের কথা মতো সুশীলা নাবালিকা নাতনিকে মুরারির কাছে নিয়ে গেলে মুরারি তাকে ধর্ষণ করে খুন করে। পুলিশ মুরারিকে গ্রেপ্তার করে। নাবালিকার দেহ ময়না তদন্তের পর ও ঘটনাস্থল থেকে রক্তের নমুনা পরীক্ষার পর সেগুলি অভিযুক্ত মুরারি ও তার স্ত্রী সাগরিকার নমুনা মিলে যায়। তারপরেই পুলিশ মুরারি,তার স্ত্রী সাগরিকা ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা নাবালিকার দিদিমা সুশীলাকে গ্রেপ্তার করে ঘটনার সাত দিনের মাথায়। তারপরে অভিযুক্তরা জেলেই ছিল। মামলায় সরকারি আইনজীবী শেখ আমির হোসেন ও বিকাশ রায় বলেন, মামলায় মোট ১৮ জন স্বাক্ষী দিয়েছে। পুলিশের তদন্তকারি অফিসার দারুন কাজ করেছে। হুগলি পুলিশ সুপার(গ্রামীণ) কামনাশিস সেন বলেন,নৃসংশ ও হাহৃদ্রহিম করা ঘটনায় অপহরণ,ধর্ষণ ও খুনের মামলায় পকসো আইনে আসামীদের যাবজ্জীবন ও ফাঁসির সাজা দিয়েছে আদালত।

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com